দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা

মোঃ মতিউর রহমান

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হল উপরেরটি। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। তাই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।"

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৫৪৩

প্রচ্ছদ : আল মামুন
01816 118066

দ্য কেয়ারিং হাজব্যান্ড

সুখী পরিবার গঠনে স্বামীর ভূমিকা

মোঃ মতিউর রহমান

মিফতাহ প্রকাশনী

প্রবেশিকা

যা বলার ছিল

প্রারম্ভিকা

প্রকাশকের কথা

পরিবারের অভিভাবক/১৩

স্ত্রীর দেখাশোনা করা/১৬

স্ত্রীকে ভালোবাসুন/১৭

আপনার স্ত্রীকে সম্মান করুন/২১

মার্জিত হোন/২৪

অযথা অভিযোগ করবেন না/৩০

অযথা দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকুন/৩২

তাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করুন/৩৫

দোষ ধরবেন না/৩৭

সমালোচকদের নিন্দনীয় কথাকে এড়িয়ে চলুন/৪০

তার ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন/৪৭

মনোযোগী হোন/৫৬

একজন স্বামীর নৈতিক অধিকারসমূহ/৬১

সন্দেহপ্রবণ পুরুষ/৬৭

অবিশ্বস্ত নারী/৮০

অন্য নারীর কাছে যাবেন না/৮৪

কৃতজ্ঞ হোন/৮৮

বাড়িতেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন/৯১

স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করুন/৯৭

পারিবারিক অর্থনীতি/১০২

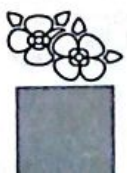

শীঘ্রই ঘরে ফিরুন/১০৮
আস্থা অর্জন করুন/১১১
শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ/১১৪
সন্তান গ্রহণ/১১৮
গর্ভাবস্থা এবং প্রসবকালীন সময়/১২৯
মানসিক অবস্থা/১৩২
ঝুঁকিপূর্ণ চলন হতে বিরত থাকা/১৩৩
প্রসববেদনার ভয়/১৩৪
সন্তানদের লালনপালনের ক্ষেত্রে সহায়তা/১৩৭
মতবিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা/১৪০
বিবাহ বিচ্ছেদ/১৪৪

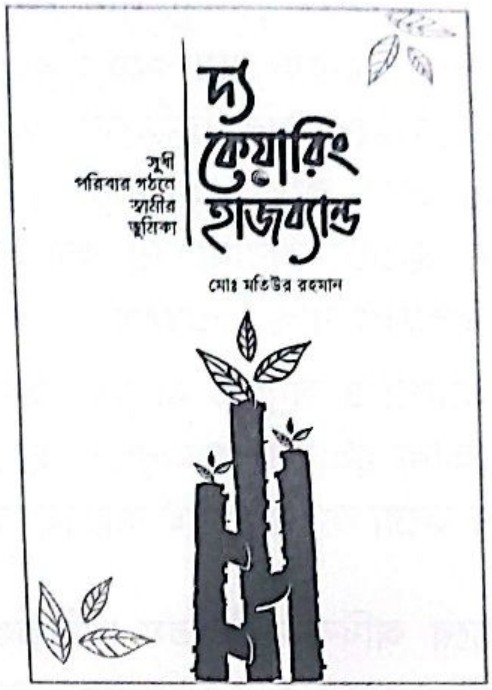

পরিবারের অভিভাবক

পুরুষ এবং নারী একটি পরিবারের প্রধান দুইটি স্তম্ভ। তবে সৃষ্টির নিয়মানুসারে, পুরুষকে কিছু বিশেষ গুণাবলী দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তারা শারিরীক এবং বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে নারীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর তাই তাদেরকে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা পুরুষদের পরিবারের অভিভাবক হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

> অর্থ : "পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। কারণ– আল্লাহ তাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং বিনম্র। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা তাঁর অধিকার ও গোপন বিষয় রক্ষা করে। আল্লাহই গোপনীয় বিষয় গোপন রাখেন। যদি স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশংকা কর তবে প্রথমে তাদের সৎ উপদেশ দাও। এরপর তাদের শয্যা থেকে পৃথক করো এবং তারপরও অনুগত না হলে তাদেরকে শাসন করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের সাথে কর্কশ আচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত-মহীয়ান।"[৪]

পুরুষকে তার পরিবারে অধিক কঠিনতম দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়। পুরুষ তার মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবারের সবাইকে খুশি রাখতে পারে এবং তার ঘরকে সুখের স্বর্গ বানিয়ে তুলতে পারে; যেখানে স্ত্রী হতে পারে ঘরের ফেরেশতা।

> অর্থ : "প্রত্যেক পুরুষই হচ্ছে তার পরিবারের অভিভাবক এবং প্রত্যেক অভিভাবকের তার অধীনস্থদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে"।

পরিবারের দায়িত্বরত পুরুষকে বুঝতে হবে নারীরাও পুরুষের মতোই মানুষ। তারও কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার অধিকার এবং নিজস্ব জীবন আছে। তাকে বুঝতে হবে– কোনো নারীকে বিয়ে করা মানে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া নয় বরং একজন সঙ্গী ও বন্ধু খুঁজে নেওয়া; যে তার সাথে বাকি জীবন কাটাবে। পুরুষকে তার দেখাশোনা করতে হবে এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতে হবে। পুরুষ তার স্ত্রীর প্রভু নয় বরং একজন নারীরও তার স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে।

---

[৪] সুরা নিসা : ৩৪

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন–

> অর্থ : "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর। আর (পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে) নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৫]

❋ ❋ ❋

[৫] সূরা বাকারা : ২২৮

স্ত্রীর দেখাশোনা করা

একটি পরিবারের উন্নতি এতে নিহিত আছে যে– প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হবে তেমনিভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে; যেটাকে ইসলামেও অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হলো একজন মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন বিবাহিত পুরুষকে জানতে হবে কীভাবে আচরণ করলে তার স্ত্রীর চরিত্র ফেরেশতাতুল্য হয়ে উঠে। স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৈধ চাহিদা অনুযায়ী স্বামীকে তার জীবন গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ভদ্র আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা সে স্ত্রীকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। পাশাপাশি তার ঘর-সংসারের প্রতিও আগ্রহী করে তুলতে পারে। এই বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; যা পরবর্তীতে এই বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

❋ ❋ ❋

স্ত্রীকে ভালোবাসুন

নারীরা হলো কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভালোবাসা ও মায়া-মমতাতেই তার অস্তিত্ব। সে অন্যের নিকট ভালোবাসা কামনা করে। সে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই প্রবণতা তার মাঝে এতো বেশি থাকে যে– সে উপলব্ধি করে কেউ তাকে ভালোবাসে না, অতঃপর সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। সে হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কাজেই এটা সর্বজনবিদিত যে– একজন সফল মানুষের সুখী বৈবাহিক জীবনের রহস্য স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশের মধ্যে নিহিত।

প্রিয় জনাব!

আপনার স্ত্রী বিয়ের পূর্বে তার বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও আদরযত্নে বেড়ে উঠেছে। এখন সে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার বাকি জীবন একসাথে কাটানোর জন্য আপনাকে বেছে নিয়েছে; সে আশা করে আপনি তার ভালোবাসা ও আবেগ-অনুভূতির সকল চাহিদা পূরণ করবেন। সে তার বাবা-মা ও বন্ধু-বান্ধবের চেয়েও আপনার কাছে বেশি ভালোবাসা কামনা করে। সে আপনাকে প্রচন্ডরকম বিশ্বাস করেছে বলেই তার অস্তিত্ব আপনার কাছে অর্পণ করেছে। একটি সুখী প্রণয়ের রহস্য স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে লুকায়িত।